দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 22 2002

২০০৬-এর মধ্যে দেশ কি নিরক্ষরতামুক্ত হবে?

আজ সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ শুরু

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কেমন চলছে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল? সবার জন্য শিক্ষা, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি প্রকল্প ও স্লোগান কতটা সফল হয়েছে? আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরমুক্ত হবে কি? এসব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে আজ ২২ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ। দীর্ঘ এক যুগ আগে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উচ্চারিত বাংলাদেশের অঙ্গীকার সবার জন্য শিক্ষা আজও পুরোপুরি নিশ্চিত করা যায়নি। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হলে বেলা সাড়ে এগারোটায় আজ উদ্বোধন করবেন সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ।

সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রায় সাত শ' কোটি টাকার টিএলএম প্রকল্প ঝিমিয়ে পড়েছে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর। দাতা সংস্থার অর্থায়নে আরেকটি বিশাল কর্মসূচী 'সবার জন্য শিক্ষা' চলছে সুষ্ঠুভাবে। (১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

২০০৬-এর মধ্যে (প্রথম পাতার পর)

সবার জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এই কর্মসূচীর আওতায় গ্রহণ করা সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে নিবিড় জেলা কার্যক্রম (আইডিয়াল) প্রকল্পের বিস্তৃতি ঘটেছে দেশের ৩৭ জেলায়। প্রতিবছর পাঁচটি জেলার দু'টি নতুন উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করে এগিয়ে যাচ্ছে এই প্রকল্পের কাজ।

গত এক যুগে বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতিকে সরকার এবং দাতা দেশ ও সংস্থা অভূতপূর্ব অর্জন বলে আখ্যা দিচ্ছে। ১৯৯০ সালে বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করার পর শুরু হয় নিরক্ষরতামুক্তিতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে দেশে শিক্ষার হার দাঁড়ায় শতকরা ৬৫ ভাগ। বর্তমান সরকার শিক্ষার হার সম্পর্কে এখনও কোন নতুন বক্তব্য দেয়নি। তবে শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং গুণগত মান নিশ্চিত করতে যে দু'টি বিশাল প্রকল্প চলছিল তার একটি ঝিমিয়ে পড়েছে। চলছে দাতা সংস্থা পরিচালিত আইডিয়াল প্রকল্প। প্রকল্প দু'টি পাশাপাশি চললে দেশজুড়ে শিক্ষা সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হবে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের ধারণা।

দেশ নিরক্ষরমুক্ত করতে সরকারী, বেসরকারী ও দাতা সংস্থার বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে গত এক যুগে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে বেশ সচেতনতা– যে কারণে শিক্ষার হার শতকরা ৬৫ ভাগ, গ্রস এনরোলমেন্ট শতকরা ৮৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ড্রপ আউটের হার নেমে এসেছে শতকরা ৩০ ভাগে। শিক্ষার এই অগ্রগতি ধরে রাখা যেখানে জরুরী সেখানে একপ্রকার থেমে গেছে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন। বিগত সরকারের আমলে টিএলএমের আওতায় ছয়টি জেলা নিরক্ষরমুক্ত করার পর নতুন আর কোন অগ্রগতি নেই। এমনকি সিরাজগঞ্জ জেলা নিরক্ষরমুক্ত হবার অপেক্ষায় থাকলেও সরকারের কোন উদ্যোগ বা আগ্রহ নেই এ ব্যাপারে। এদিকে দাতা সংস্থার সহায়তায় এবং ইউনিসেফের সহযোগিতায় পরিচালিত আইডিয়াল প্রকল্প দেশজুড়ে ইতিবাচক ইমেজ গড়ে তুলেছে। '৯৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করতে ঝিনাইদহ জেলায় কাজ শুরু করে আইডিয়াল প্রকল্প। সেখানে সাফল্যের পর ধীরে ধীরে ৬৪ জেলায় প্রকল্পটির বিস্তৃতি ঘটছে। সম্প্রতি কুষ্টিয়ার হাউজিং এস্টেট মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই প্রকল্পের হালচাল দেখতে প্রবেশ করা হয়। স্কুল ভবনের চাকচিক্য ও নানা ধরনের শিক্ষা সচেতনতামূলক স্লোগান দেখে স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকে কথা বলি প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ জহিরউদ্দিন জানালেন, আইডিয়াল প্রকল্পের আওতায় স্কুলটি যাবার পর এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে। বস্তির ছেলেমেয়েরা নিয়মিত স্কুলে আসছে এবং প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করছে। এ ছাড়া অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে যোগসূত্র। দু'বছরের ব্যবধানে ড্রপ আউটের সংখ্যা এই স্কুলে শতকরা নয় ভাগ থেকে পাঁচ ভাগে নেমে এসেছে। স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি গিয়াসউদ্দিন ফিরোজ জানালেন, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে তারা যেভাবে চেষ্টা করছেন তা দেশের অন্যত্রও করা উচিত। পাঠদান প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ছাড়াও স্কুলের সঙ্গে অভিভাবকদের সম্পর্ক যে জরুরী তা উপলব্ধি করা যাচ্ছে। অভিভাবক রাফিয়া জানালেন, গতানুগতিক শিক্ষার বদলে এখন নতুন ধারার শিক্ষা দেয়া হয়, যা সন্তানরা উপভোগ করে।

আইডিয়াল প্রকল্পের একটি সূত্র জানায়, অস্ট্রেলিয়া, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাপান এবং সিডার অর্থায়নে ইউনিসেফের সহায়তায় দেশজুড়ে আইডিয়াল প্রকল্প বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত পাঁচ বছরে ৩৭টি জেলায় এই প্রকল্প গ্রহণ করে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। প্রত্যেক জেলায় বছরে দু'টি উপজেলা প্রকল্পভুক্ত করার কথা থাকলেও যশোর জেলার সব উপজেলা একত্রে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত চলবে দেশজুড়ে এই প্রকল্প।

রাষ্ট্রপতির বাণী

রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে এক বাণীতে বলেন, শিক্ষা মানুষের অধিকার। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা ... দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানি

শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। ইতোমধ্যে সাক্ষরতার হার শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষার এ হারকে আরও বাড়াবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে এক বাণীতে বলেন, বাংলাদেশে এবারই প্রথমবারের মতো 'সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তাই শিক্ষার আলো সকল মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্গীকারও রয়েছে